যুগান্তর

24 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

ঢাবি'তে এখনও ভর্তি দুর্নীতি হয়

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যে কত কষ্ট তা আমি বুঝেছি এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ভাবতে অবাক লাগে যে আমি কত কষ্ট করে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আর এদিকে নাকি একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে তার সার্টিফিকেট নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এমনকি যাদের ভর্তি পরীক্ষার সিরিয়াল নম্বর দশ হাজারেরও বেশি তারা পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে। সত্যিই খুব অবাক ব্যাপার। আমি জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সীমিত কোটা আছে যেখানে তাদের সন্তানরা পাস পেলেই ভর্তি হতে পারে। কিন্তু এজন্য একটি সীমিত সিরিয়াল নম্বর দরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যার সিরিয়াল দশ হাজারেরও বেশি, তারাও ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। তেমনি আমার দেখা একটি মেয়ে দশ হাজারেরও বেশি সিরিয়াল নম্বর নিয়ে 'খ' ইউনিটে একটি বিষয়ে ভর্তি হয়েছে। আমি জানি প্রতি বছরই পাঁচ হাজার সিরিয়াল নম্বরের আগেই মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে দশ হাজারেরও বেশি সিরিয়াল নম্বর নিয়ে একটি মেয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কিভাবে ভর্তি হল? নাকি মেয়েটি অন্য কিছুর বিনিময়ে ভর্তি হয়েছে? তাছাড়া প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেটইবা ক'জনের আছে? অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ না করেও বিশেষ মহলের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। এখন কথা হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দেখিয়ে দশ হাজারেরও বেশি সিরিয়াল নম্বর নিয়ে যদি ঢাবিতে ভর্তি হতে পারে তাহলে 'ঘ' বিভাগে দুই হাজার এক সিরিয়াল নিয়ে একজন মেধাবী ছাত্র কেন ভর্তি হতে পারবে না?

অবশেষে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ এই অমানবিক ভর্তি দুর্নীতির ব্যাপারে সজাগ থাকবেন। এ ধরনের ভর্তি দুর্নীতির হাত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে ভর্তি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দাবি করছি।

মো: বিজয় মিয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়